Module No - 2
SEMESTER → IV
COURSE ID → AHBNG - 402C - 9
UNIT → 2

BY → Dr. Tushar Kanti Halder

বাবরের প্রার্থনা : চেতনার আলোকে :—

বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশের দশকের একজন অন্যতম কবি তথা সমালোচক হলেন শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২), এই সময়ের অন্যান্য কবিদের মতো কোনো রোমান্টিকতার জগতে আবদ্ধ না থেকে তার কবিতার শক্তি এক গভীর ভাববোধের সৃষ্টি করলেন তিনি, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ — 'দিনগুলি রাতগুলি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬-য়, এরপর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল — 'এখন সময় নয়', 'বাবরের প্রার্থনা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' ইত্যাদি।

'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭৪-৭৫ এই দু'বছর কাব্যটির প্রকাশকাল, ১৯৭৬, কাব্যটির তিনটি অংশ 'মণিকর্ণিকা', 'ঝড়', এবং 'হাতেমতাই'; 'মণিকর্ণিকা' অংশের শেষ কবিতা 'বাবরের প্রার্থনা' — কাব্যের নাম কবিতা।

কবিতার পটভূমি :— রচনাকাল ১৯৭৪-৭৫, এই কালসীমায় আমাদের দেশে ঘটে গেছে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ১৯৭৪-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'রেল ধর্মঘট' এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান, ১৯৭৫-এ ২৬ শে জুন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন জরুরী অবস্থা, এ জরুরী অবস্থা কেড়ে নিল মানুষের বহু কষ্টার্জিত নানা গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারগুলিকে, অন্যদিকে আরেক ঘটনার রেশ ছিল এই সময় — তা নকশাল আন্দোলন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৭০-৭১ সালে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে এই নকশাল আন্দোলন, কবি শঙ্খ ঘোষের মনে জাগ্রত ছিল তার নানান স্মৃতি, আর স্মৃতিপটে উঠে এসেছে নানান সময় নানান কবিতা,

ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের এমনই এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পটভূমিকায় 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ, নাম-কবিতা 'বাবরের প্রার্থনা', এখানে যে প্রার্থনার আয়োজন তা মূলত কবি শঙ্খ ঘোষের

কন্যার আরোগ্যলাভের জন্য পিতার আকুল প্রার্থনা, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কবির সমসময়ের বেদনার বোধ। সত্যি মেয়েটি কেন অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে, অথচ তখন তার ফুটে ওঠবার বয়স। ঘুরে বেড়াচ্ছি একদিন যাদবপুরের ক্যাম্পাসের মধ্যে, দিনের ক্লাস তার সন্ধ্যার ক্লাসের শুরুমুখের মাঝখানে অনির্দিষ্ট ঝুলন্ত বিকেল পশ্চিম আকাশে ঘুরে, রাস্তার ওপর পায়চারি করতে করতে পথের ছবির সঙ্গে মনে ফিরে বয়ে আসে ক্যাম্পাসেরও পুরোনো অনেক ছবি। ফোটো ফ্রেম ঢুকেছি সে কি খুব শান্তির সময় ছিল? একেবারেই নয়, সংঘর্ষ অশান্তিতে ভরে ছিল দিনগুলি, অথচ প্রশমিত হয়ে আছে সব, কিন্তু একটা হবার কথা ছিল, অলক্ষ্য কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু কেন হল না? আমরাই কি দায়ী নই? হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ তখন মনে হল মাটির ওপর ঘাস পেতে বসে পড়ি একবার ওই সূর্যের সামনে, দিন আর রাত্রির মাঝখানে জল প্রকল্প হয়। টেবিলের সামনে সময়ের জন্য পরিত্যক্ত খাতিরে, শেষ রাতে এসে বসি, মনে হয় একটা লেখা হবে, [কবিতার মুহূর্ত / শঙ্খ ঘোষ]

বাবরের কাহিনীটি যথার্থ কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ইতিহাসের গবেষকরা। বাবরের মৃত্যু হয় আগ্রায় ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে, তখন তাঁর বয়সমাত্র ৪৭-৪৮ বছর। বাবরের মৃত্যুসংক্রান্ত কাহিনী আমরা জানতে পারি আবুল ফজলের বিবরণ থেকে। অনেক ঐতিহাসিকগণ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। ঘটনা যাই হোক না কেন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট বাবরের স্নেহ ব্যাকুল পিতৃহৃদয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই myth যে আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবিতার বিষয়বস্তু :— কবি তাঁর নিজের অসুস্থ কন্যার আরোগ্যের জন্য ঠিক যেন বাবরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, নিজেকে কল্পনা করেছেন বাবরের সমান্তরাল হিসেবে, কবির বেদনার্ত হৃদয় যেন objective-co-relative খুঁজে পেয়েছেন ইতিহাসের বাবরের মধ্যে, বসন্তের হাত আজ শূন্য। তাঁর সন্তানের সুস্থতা ও আরোগ্য কামনাই কবির একমাত্র প্রার্থনা, সন্তানের সুস্থ সুন্দর জীবন আজ অধরা

শহরের প্রান্তে প্রান্তরে ধূসর শূন্যের আজান গান ধ্বনিত হোক, শরীরে পাপের যে জীবাণু আছে তাতে ভবিষ্যতের প্রজন্মের প্রাণের সম্ভাবনা কম, আপন বর্বর জয়ের উল্লাসে আজ হয়তো উত্তরই আর যেন আমাতে ভীতিময়, আর তাই তিনি নিজেকে ধ্বংস করেও সন্ততির আরোগ্য জীবন কামনা করেন —

"এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

সন্তানের উন্মত্ততার কবি মৃত্যু খোঁজে নিজের জীবনের মূল্যে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছেন সন্তান সম প্রজন্ম সমকালকে, মনে হয়েছে কেন হারিয়ে যাবে যৌবন? কোন গোপন সংক্রমণে বিষিয়ে উঠেছে তাদের ফুসফুস, শিরা, ধমনী? সত্যের সন্ধানের পথ হারাবার সময় যখন গ্রাস করে নিচ্ছিল পরিবর্তমান প্রজন্মকে মৃত্যু খোঁজে সচেতন করতে চেয়েছেন তার সমপ্রজন্মের মানুষকে, পরবর্তী প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে, আর তাই তিনি বলেছেন —

"আমারও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান।"

তিনি পাথর হয়ে যাবার, নিশ্চল হবার কামনা করেন, প্রয়োজন নেই প্রাণ — উত্তাপ — উন্মত্ততা — অধিকার, সমস্তই সমর্পিত হোক পরপ্রজন্মে। বাবরের মুখোশে কবি বলেছেন — বাবর যদি পাথরে পরিণত হন, তাহলে ক্ষতি নেই, কিন্তু হুমায়ুন যেন আরোগ্যলাভ করেন —

"পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

পূর্বের স্তবকগুলিতে প্রার্থনার পর বাবর নিজের আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে অবিশ্রান্ত প্রবণতা ও দোলাচল সভ্যতার পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে স্বীকার করলেন — তাঁর শরীরে পাপের জীবাণুর জন্যই হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্মের বাঁচার আশা নেই, বাবর সাম্রাজ্য জয়ের

আনন্দে যে বিলাসিতার ভোগসুখে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাই কী শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য পতঙ্গের ন্যায় ব্যক্তির অবিভার্ব হয়। হুমায়ুনের যন্ত্রণা সহ্য করা বাবরের পক্ষে অসম্ভব, হুমায়ুনের এই মৃত্যু তো বাবরের কাছে অকল্পনীয়, ঈশ্বর যদি অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও অতুল প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে পুত্র হুমায়ুনকে কেড়ে নেয় তবে তা বাবরের পক্ষে দুর্বিষহ হবে, তাই বাবরের অন্তিম প্রার্থনার পুনরাবৃত্তিতে বেদনার লাবণ্য প্রস্ফুটিত হয় ওঠে—

"ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

ভবিষ্যত প্রজন্মের সুখের জন্য প্রার্থনা আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যেও পেয়ে থাকি। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে দেবীর কাছে ঈশ্বরী পাটনীর বিনীত প্রার্থনা ছিল — "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" এই কবিতাতেও আমরা দেখি কবি বলেছেন — "আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।" সমগ্র প্রার্থনাতেই রয়েছে যেন এক কল্যাণকামী পিতার চিরন্তন আকাঙ্খা, সন্তানদের সুস্থ ও স্বচ্ছভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা, তা মধ্যযুগ হোক কিংবা আধুনিক, এই আকাঙ্খা সর্ব—জনীন।

কবিতাটির চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকের মধ্যে অনুতাপ তথা আত্মসমীক্ষা পরিণতি পায় ষষ্ঠ স্তবকে এসে, বাবর ভাবেন তার এই প্রভূত ঐশ্বর্য কখনোই সম্ভব হত না যদি না ঈশ্বরের কৃপা পেতেন তিনি আত্মগ্লানি মুছে যায় বাবরের, তিনি ঈশ্বরের কাছে গ্রহীত দেওয়ার সার্থকতা জানতে চান, কারণ এই ঐশ্বর্য তো ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যই

"আমারই হাতে এত দিয়েছো সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?"

আর তাই বাবরের আত্মবিলাসী প্রার্থনা — "ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর, আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।" আত্মবিলাপ ও আত্মবিসর্জনের মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, আত্মবিসর্জনের মধ্যেই মানবের আত্মিক উন্নয়ন ঘটে, কিন্তু এই আত্মবিসর্জন হবে মানুষ হিতের উদ্দেশ্যে। বাবরের এই প্রার্থনা থেকে, তাই এই প্রার্থনায় অনুভূতির আত্মবিসর্জন, বাবরের এই প্রার্থনা থেকে, তাই এই প্রার্থনায় অনুভূতির বর্জিত হয়ে যায়।

অনেকে ইয়েটস-এর "A prayer for my daughter" কবিতাটির সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটির একতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। এই কবিতাটিতে ইয়েটস নিজ কন্যার একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এই প্রার্থনায় কোনো দেশচেতনা বা কালচেতনা নেই, কবিতাটি কোন ঐতিহাসিক কেন্দ্র কল্পনার সূত্রেও রচিত হয়নি, মেয়ের প্রমত্ততা বা সাম্প্রতিক বাতাস ইত্যাদির দ্বারা যাতে কন্যার ক্ষতি না হয় এমন কামনায় ইয়েটস বারবার করেছেন, সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'বাবরের প্রার্থনায়' প্রার্থনা বারবার ধ্বনিত হয়েছে তা প্রায় সময় পুত্রসম বাবরের পুত্রের আরোগ্য কামনায় যা কবি কন্যার আরোগ্যলাভের প্রার্থনায় আবদ্ধ থাকেনি, তা সমগ্র দেশবাসীর আরোগ্য লাভের প্রার্থনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ইয়েটস এর কবিতা যেখানে কোনো ব্যঞ্জনা বহন করে না, সেখানে শঙ্খ ঘোষের কবিতাটি হয়ে উঠেছে প্রতীকী।